বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ঃ প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। দেশ ও অঞ্চল ভেদে এ সম্পর্কিত কোন বৈপরীত্য নেই। এ যেন সকল শিক্ষা আর শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ব নিয়ন্তা। বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও দেশে দেশে যততত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেনি। কারণ এর ব্যাপক আয়োজন সম্পন্ন করে অভিযাত্রা সহজ ব্যাপার নয়।

উন্নত দেশসমূহের কথা আপাততঃ বাদ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, এখনও চাহিদা এবং বাস্তবতার নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ মিলিয়ে যারা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে তারা কি সত্যিকার অর্থে প্রস্তুতি এবং প্রত্যাশায় ইতিবাচক কোন সাড়া জাগাতে পারছে? হাজার কম্পিটিশনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় পা ফেলছে তাঁদের প্রস্তুতি ও প্রত্যাশায় মিল-অমিলের দৃশ্য পর্যালোচনা করব আমাদের এদেশীয় প্রেক্ষাপটে।

॥ ১ ॥

কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে? আর কারাইবা এতে সুযোগ পায়? শিক্ষা সচেতন মানুষের নিকট এটা কোন অস্পষ্ট বিষয় নয়। এখনও সচরাচর দেখা যায় যে, জেলা শহর বা পৌরসভার আওতাভুক্ত এবং থানা পর্যায়ে কিয়দংশ ও মেট্রোপলিটন শহরের ৬৫%-৭০% ছাত্র-ছাত্রী ইন্টারমিডিয়েট শেষ করার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কর্মে ব্যস্ত থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পূর্ব প্রস্তুতি এবং মহড়া হিসেবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী দ্বারস্থ হয় নাম না জানা অসংখ্য 'কোচিং সেন্টার' ও অ্যাডমিশন গাইড-এর কাছে। ভর্তি পূর্বকালীন খ্যাত-অখ্যাত, ইমেজধারী এবং ইমেজবিহীন অসংখ্য 'কোচিং সেন্টারের' করিডোরে পদচারণা এবং এডমিশন গাইডের মহব্বত যেন আজ ক্লাসিক কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায় ভর্তি সহযোগিতার ইনটেলেকচুয়েল ব্যবসা এখন রমরমা। এতে আমরা আর একটি চমক ও চটকদার প্রভাবকে দেখি। যেমন ঃ মেধাবী কিছু ছাত্র-ছাত্রীর ছবিসহ মন্তব্য; লেকচারের পদ্ধতিগত যৌগিকতা এবং অধিক ভর্তি ফি ও ফ্রি গাইডের চমক ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করছে।

অপর দিকে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কাছেও অনেককে ধর্না দিতে দেখা যায়। কারণ এ সময় Before outline-এর প্রতি অধিকাংশই উদগ্রীব থাকে। নেট প্রতিযোগিতার তুলনায় নেট সীট বা আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় সচরাচর প্রতিযোগিতা খুবই সিরিয়াস হয়ে থাকে। সীমিত আসন সংখ্যার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রও বাদ পড়ে যায় এবং দেশের বাইরে পাড়ি জমায়। আবার অনেকেই দেখা যায় যে, ডোনেশনের বিনিময়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে আগ্রহীদের স্থান সংকুলান এখনও হচ্ছে না। তাই উচ্চ শিক্ষার পথে আগ্রহী সকলের স্বপ্ন সফল হয় না এবং সকলে সমান সুযোগও পায় না।

॥ ২ ॥

বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় প্রবেশকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যদের মাঝে তফাৎ কোথায়? সুযোগ-সুবিধাগত দিকে কারা কেমন সুবিধা-অসুবিধায় রয়েছে তা এ সময়ে ভাববার বিষয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে তারা সবাই যে আহামরি ধরনের ভাল ছাত্র একথা সঠিক নয়। দেখা যায় অনেক ভাল ছাত্রও ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে উঠতে পারে না। এজন্য এ ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় কম মেধাবী হিসেবে গণ্য করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত দেখে থাকি যে, পাস কোর্সে বিএ, এমএ পাস করা অনেকের সাথে সম্মান বা অনার্স কোর্সের অনেক ছাত্র-ছাত্রী টিকে উঠতে পারছে না। এটাকে অবশ্য "Porsonal knowledge achievement"-এর ভিন্নতাই বলা যায়। কার্যত আমরা দেখি যে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন তারা স্বাভাবিক কারণেই নিম্নোক্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন ঃ

১। দেশী-বিদেশী অসংখ্য বইয়ের প্রাচুর্য।
২। সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ও বিভাগীয় সেমিনার।
৩। পিএইচডিধারী শিক্ষকদের লেকচার।
৪। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্পর্শতা।
৫। অধ্যয়নে অনেকেরই আবাসিক সুবিধা।
৬। উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার পরিবেশ।
৭। গবেষণা এবং তুলনামূলক জ্ঞান অর্জনের অনুকূল পরিবেশ।
৮। গুরুত্বপূর্ণ সিম্পোজিয়াম এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুবিধা।
৯। Practical এবং ব্যাপক Field work-এর মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুবিধা।
১০। Thesis এবং এমফিল-এর মাধ্যমে career build up-এর সুবিধা।
১১। অর্জিত জ্ঞানের প্রকাশনা সুবিধা।
১২। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুল্যায়ন এবং প্রবেশ সুবিধা।
১৩। প্রফেশনাল কোর্স-এর ইন্টারনীশিপ করার মাধ্যমে চাকুরীর নিশ্চয়তা।
১৪। Certificate value ইত্যাদি।

এছাড়াও সরকার রীতিমত অর্থনৈতিক সহায়তাসহ নানান সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দিয়ে থাকে। উপরোক্ত যে কয়টি সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেগুলো পাস কোর্সের একজন ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হয়ত সোনার হরিণ হিসেবে ফুটে উঠবে। সাধারণ কোর্সের কাঠামোগত কারণেই এ ব্যবধান বা তফাৎ বড় হয়ে ধরা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী একজন ছাত্র-ছাত্রী যেভাবে class নিয়ে, Tutorial পরীক্ষা, পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক পড়া এবং ব্যবহারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেভাবে পাস কোর্সের একজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এত তাড়া লক্ষ্য করা যায় না। তবে একথাও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে না এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রীও আছে, যারা মৌলিক অধ্যয়নের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। এদিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে তারাও এখন সকল সুযোগের নাগাল পাচ্ছে না। বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণের ফলে এ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক ক্ষেত্রেই আপন গতিতে চলতে বেগ পেতে হচ্ছে। এটা হল আমাদের Aggressive politcal culture-এর নগ্ন শিকার। তাই আমরা অনেক সময় দেখছি যে, কিছু শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী ক্লাসে পাঠদান না করে ভিন্ন খাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে সময় ব্যয় করছেন। আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, যারা বর্তমানে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বের হচ্ছেন এদের অধিকাংশই ইংজেরীতে অদক্ষ। এটা অতীব পরিতাপের বিষয় যে, এজন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী 'Certificate tragedy'-তে দিনাতিপাত করছে। এজন্য ৬০% দায়ী করা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্তব্যক্তিদের। কারণ অব্যবস্থার কারণে অনেকেই সচরাচর ইংরেজী শিখে উঠতে পারছে না। তবে ছাত্র-ছাত্রীদেরও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী থাকতে হয়। এ মুহূর্তে আমরা দেখছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অধ্যয়নে স্বল্প সময় ব্যয়; বাংলায় ভুলে ভরা অনুবাদ বইয়ের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, বিভাগীয় বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা, বন্ধুত্ব ও আড্ডা এবং ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে ছাত্রত্বের আসল দায়িত্ব পালন না করে ভূমিকা আর মহড়ায় সময়ের ইতি টানছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষাজীবন শেষে বিশেষজ্ঞ তৈরী হওয়ার পরিবর্তে নামসর্বস্ব তাত্ত্বিক শিক্ষিত শ্রেণী বের হচ্ছেন, যা কালের শেষে বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য চরম অশনি সংকেত।

॥ ৩ ॥

চলমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রস্তুতির প্রচলিত ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতির আনুষঙ্গিকতা অনেক ক্ষেত্রে সমানে সমান হয় না। কারণ এদেশের সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে সবগুলো সমান পর্যায়ের বলে হিসেব করা যায় না। এক্ষেত্রে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়— অবস্থানগত কারণ; ভর্তি পরীক্ষার ভিন্নতা; সাবজেক্ট সংক্রান্ত কারণ; শিক্ষকদের মান ও সংখ্যা; কর্তৃপক্ষীয় বিধি-বিধান এবং ছাত্র রাজনীতির কারণে। উদাহরণ হিসেবে দেখতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ তুলনায় অনেক পার্থক্য বের হয়ে আসবে। রাজধানীর একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র যে সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশে কঠিন ঠেকবে। যেমন— অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল বিষয়ে বঞ্চিত হচ্ছে সেগুলো হল ঃ

ক. অনুকূল যাতায়াত ব্যবস্থা।
খ. উন্নত মানের আবাসন ব্যবস্থা।
গ. প্রয়োজনীয় কম্পিউটার; ইন্টারনেট ও ডিশ এন্টেনার দুষ্প্রাপ্যতা।
ঘ. গতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।
ঙ. প্রতিভাধর শিক্ষকদের অনাগ্রহ।
চ. নাগরিক জীবনের চলমান ছোঁয়া।
ছ. অসম্পূর্ণ ক্যাম্পাস নগরী।
জ. মৃতপ্রায় বিনোদন সেক্টর।
ঝ. চারদিকে স্থায়ী অশিক্ষিত ও নিম্নমানের পরিবেশ।

অপর দিকে আমরা দেখি যে, বিসিএস এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রতিযোগিতায় হাতে গোনা দু'তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই ভাল করে যাচ্ছে। এর ফলে একথাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্রই সমানে সমান নয়।

এ বৈষম্য সরকারী-বেসরকারী অর্থৎ প্রতিষ্ঠান Category-এর কারণে এবং যাবতীয় অনুকূল ছোঁয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের চেষ্টা- সাধনার কারণে হয়ে থাকে। আর একটি লক্ষণীয় দিক হল— বেসরকারী (Private) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বল্প ছাত্র-ছাত্রীর কোটায় অত্যধিক ডোনেশন বা চাঁদা দিয়ে যখন কোন মধ্যম ক্যাটাগরির ছাত্র কঠিন কোন বিষয়ে ভর্তি হয় তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের Nursing capacity ও চমৎকার study কলা-কৌশলের কারণে দেখা যায় যে, অনেকেই সাফল্যজনকভাবে সার্টিফিকেট নিয়ে বের হচ্ছে।

এটার সাথে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয়তো কখনও হবে না। এই যে 'Internal distance of system' তা অনেক আগেই শুরু হয়েছে।

সর্বোপরি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়ন ও সার্টিফিকেট প্রস্তুতির যে রীতি-রেওয়াজ চলছে তা আশানুরূপ নয়। যেমন দেশের বড় আকারের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আজ ছাত্র রাজনীতির প্রাবল্য।

শিক্ষকদের একাংশও দলীয় রাজনীতিতে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন, ক্যাম্পাসে আধিপত্যের প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার মৌল চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষীয় দীর্ঘসূত্রতা। সময়ে সময়ে শাসকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপেও একাডেমিক রুটিন ওয়ার্ক বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

॥ ৪ ॥

জাতির প্রত্যাশা মিটছে কি? —না! এখনও না। মানচিত্রে যেদিন বাংলাদেশ পেলাম সেদিন থেকেই আশা ছিল, প্রত্যাশা ছিল— জ্ঞানের আলোয় আর স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া।

কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, আমাদের আশা আর স্বপ্ন এখনো ঝাস্তবায়িত হয়নি। উপরের বক্তব্যে অসংখ্য কারণেই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন জাতির শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করতে হবে যথার্থ সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।